দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..27 FEB 1994
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৮

46

পাঁচটি নূতন মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থা দাবী

মেডিকেল রিপোর্টার ॥ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত দেশের ৫টি মেডিকেল কলেজ এখন নানা সমস্যায়

(৭ম পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

পাঁচটি নতুন মেডিকেল

(১ম পৃ: পর)

জর্জরিত। কোন কলেজেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও লোকবল নাই, শিক্ষা উপকরণ নাই, স্বল্প পরিসরের অপরিকল্পিত ভবনে কোন রকমে ২/১টি ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অবস্থায় পার হইয়াছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। ৫টি মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ব্যাচগুলি এখন দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত। প্রথম বর্ষে ভর্তি হইয়াছে আরও ৫টি ব্যাচ। দ্বিতীয় বর্ষের জন্য কোন শিক্ষক এখন পর্যন্ত নিয়োগ করা হয় নাই। কর্মরত শিক্ষকগণই প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস কোন রকমের জোড়াতালি দিয়া চালাইয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া অন্য মেডিকেল কলেজে চলিয়া যাইবার চেষ্ট করিতেছে। কিন্তু পারিতেছে না। কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ ও ভবন নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। — গতকাল (শনিবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজ ঐক্য পরিষদের ছাত্র নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের আরিফ বিল্লাহ আল মাহমুদ ও এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের ইদ্রিস আলী ও ফরিদ-উদ-দৌলা, বগুড়া মেডিকেল কলেজের ইমরান ও প্রবীর কুমার নাথ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের শারমীন আলী ও খুলনা মেডিকেল কলেজের মামুন। তাহারা বলেন, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। অথচ ৫টি মেডিকেল কলেজে ডাক্তার তৈরীর কোন সুযোগ-সুবিধা নাই। এই কলেজগুলি ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখন পর্যন্ত সরকারী স্বীকৃতি পর্যন্ত পায় নাই। দেশের যেকোন প্রকল্পই একনেকের অনুমোদনক্রমে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু দুই বছরেও একনেক এই নতুন মেডিকেল কলেজগুলিকে স্বীকৃতি দেয় নাই। মেডিকেল কলেজগুলির নিজস্ব আবাসিক হল নাই। কর্তৃপক্ষের ভাড়া করা বাড়ীতে কোনরকমে মেসের মত ছাত্র-ছাত্রীরা থাকিতেছে। এই পরিবেশে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। তাহারা সাংবাদিক সম্মেলনে নূতন ৫টি মেডিকেল কলেজের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১২ দফা দাবী ঘোষণা করেন। আগামী ৭ দিনের মধ্যে এই দাবী মানিয়া নেওয়া না হইলে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে বলিয়া নেতৃবৃন্দ জানান। আগামী ৬ই মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। উল্লেখিত সমাবেশে ৫টি মেডিকেল কলেজ ছাড়াও অন্যান্য মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও উপস্থিত থাকার জন্য নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান।